ইত্তেফাক

তারিখ 01 JUL 1986
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

চট্টগ্রাম ভার্সিটি পরীক্ষার ফলাফলে গরমিল

চাঁদপুর, ৩০শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)--চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত বি, এ, বি, কম, এবং বি, এসসি পরীক্ষায় ফলাফলে গুরুতর গরমিলের কারণে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক ও অভিভাবক মহল চিন্তিত।

বি, কম, পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় চাঁদপুর সরকারী কলেজ হইতে অংশ গ্রহণকারী ১০৭৫৯ রোল নম্বরধারী নিয়মিত ছাত্র মো: লকিত উল্লার রোল নম্বর পাওয়া যায় নাই। অর্থাৎ সে নিজেকে ফেল ভাবিয়া অন্যান্য অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের ন্যায় প্রস্তুতি নিয়া পুনরায় আগামী আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিবার প্রস্তুতি নেয়। উক্ত ছাত্র মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিলম্ব ফী হইতে রেহাই পাইবার জন্য সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রয়োজনীয় ফীসহ ফরম পূরণ করে। গত ২৭শে মে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাঠান মার্কশীটে দেখা যায় উক্ত লকিত উল্লা দ্বিতীয় বিভাগে পাস করিয়াছে। একই সাথে দেখা যায় অমিয় ভূষন মজুমদার নামে একজন ছাত্রকে প্রায় দুই মাস পর বি, এ, পরীক্ষায় অর্থনীতিতে রেফার্ড দেখানো হইয়াছে। কিন্তু গত

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

ভার্সিটি পরিক্ষার গরমিল

(৩য় পৃঃ পর)

২৪শে মার্চ তারিখে প্রকাশিত ফলে তাহাকে ইংরেজীতে রেফার্ড দেখান হইয়াছিল। পূর্বের ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া অমিয় ভূষন ইংরেজীতে পরীক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক রাখিয়া আগষ্টে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য শুধুমাত্র ইংরেজী বিষয়ে ফী দাখিল করিয়া ফরম পূরণ করে। ১০৮৪৭ রোল নম্বরধারী ছাত্র মো: আবু বকর মুন্সিকে গত ১৬ই মার্চ বি, কম, পরীক্ষার প্রকাশিত ফলে ফেল দেখানো হইয়াছিল; কিন্তু ২৭শে মে প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কশীটে দেখা যায় আবু বকর মুন্সি মাত্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে রেফার্ড পাইয়াছে। এই মার্কশীট পাওয়ার কয়েকদিন আগেই সে সমস্ত বিষয়ে আবার পরীক্ষা দিবার জন্য প্রয়োজনীয় ফী-সহ ফরম পূরণ করিয়াছে। ঘাপলার এখানেই শেষ নয়—গত ৩০শে জানুয়ারী প্রকাশিত বি, এস-সি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় মো: হারুন-উর-রশীদ ৫৮৬১, মো: কামাল উদ্দিন ৬৯৬৭, ত্রিদিব কুমার সরকার ৬৩৭৯, মো: তাজুল ইসলাম ৬৫৩৯, মো: কামরুল ইসলাম ৬৫৭৮ এবং মো: মজিবুর রহমান ৭০৫৮ রোল নম্বরধারী পরীক্ষার্থীদের তৃতীয় বিভাগের তালিকায় পাশ দেখানো হইলে তাহারা কলেজ হইতে প্রশংসাপত্র (টেষ্টমোনিয়াল) সংগ্রহ করিবার পর উচ্চ শিক্ষার আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতে থাকে। কিন্তু প্রায় দেড় মাস পর গত ১৬ই মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক-এর স্বাক্ষরিত এক সংশোধনীতে তাহাদের ভাগ্য কাড়িয়া নিয়া সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নি:শেষ করিয়া দিয়াছে। উক্ত সংশোধনীতে বলা হয় তাহাদের তৃতীয় বিভাগের পাশের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইল। এই সংশোধনীতে ৭০৬১ রোল নম্বরধারী পরীক্ষার্থীকে দ্বিতীয় বিভাগের পাশের তালিকা হইতে বাদদিয়া তৃতীয় বিভাগে দেখানো হইয়াছে। তবে এই সংশোধনীটি একজন পরীক্ষার্থীর কপাল ফিরাইয়া দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ৬৭৬৪ রোল নম্বরধারী উক্ত ছাত্রকে এইবার তৃতীয় বিভাগের পাশের তালিকায় দেখানোর জন্য বলা হইয়াছে। একই সাথে রেফার্ড প্রাপ্ত অপর ৬৯১৭ এবং ৬৯১৮কে রেফার্ডের তালিকা হইতে বাদ দিয়া তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে তাহা উক্ত সংশোধনীতে উল্লেখ নাই। এই সংশোধনীর ৫নং সংশোধনীতে আরও ৬জন পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর ৬৫৩৯, ৬৫৭৮, ৭০৫৮, ৫৫০৩, ৫৫২৮, এবং ৫৭৪২কে যথাক্রমে রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, গণিত ও পদার্থ বিদ্যা বিভাগে নূতন করিয়া রেফার্ড দেখানো হইয়াছে। এমনকি বিলম্বে হইলেও ১৯৮৪ সালের বি, এস সি সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার ফলাফল '৮৫ সালের বি, এসসি পরীক্ষার ফলাফলের সাথেই প্রকাশিত করা হইলেও তাহাতে আবার দেখা যায় ১৩৪০৬ রোল নম্বরধারী পরীক্ষার্থীকে কৃতকার্য ঘোষণার পর উক্ত সংশোধনীতে অর্থাৎ ফল প্রকাশের ৪৫ দিন পর তাহাকে অকৃতকার্য বলা হয়। পক্ষান্তরে ১৩৪০৮ রোল নম্বরধারী চট্টগ্রাম কলেজের শামিমা ইয়াসমিনকে সংশোধনীর ৬নং পাড়ার সর্বশেষ লাইনে ঘোষণা করা হয়। পূর্বে তাহার কৃতকার্য রোল নম্বর গেজেটে ছিল না বলিয়া ফেল ধরা হইয়াছিল।

প্রকাশ থাকে যে, এই সমস্ত মারাত্মক ভুলভ্রান্তির কথা স্বীকার করিয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক "উক্ত ভুলের জন্য আমরা দু:খিত" বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাঁহার দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।